সংবাদ পরিষেবা

মে-জুন ২০১৫

BOOK POST PRINTED MATTER

কৃষি,স্বাস্থ্য,পরিবেশ ও বাস্তুবিদ্যা বিষয়ক এই তথ্য-মাসিক কোনো সংবাদপত্র নয়, বরং সংবাদ বিনিময়-পত্র। এই বিনিময়-প্রয়াসে যুক্ত বাংলা-আসাম -ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সহ বঙ্গভাষী বৃত্তের বিবিধ আঞ্চলিক সংবাদ-সাময়িকী।

জল বাঁচাতে

২০/১৬১

খাওয়ার জলের পাইপ ফুটো হয়ে জল বেরোলে অ্যালার্ম বাজবে। এইরকম একটা যন্ত্র বানিয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স। আমাদের দেশে খাবার জল সরবরাহ করতে গিয়ে বেশ জল অপচয় হয়। আর ভারতে মাটির নীচে জমে থাকা মিষ্টি জলের পরিমাণ মোট জলের মাত্র ৪ শতংশ। এই অবস্থায় এই যন্ত্রটা বেশ কাজে দেবে বলে মনে হয়।

এটিএম থেকে জল

২০/১৬২

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরে এটিএম বানিয়ে খাওয়ার জল দেওয়া হচ্ছে। এই জলটা দিচ্ছে কোলাপুর পুরসভা। কোলাপুরে বাজারে এক লিটার খাওয়ার জল কিনতে পনেরো টাকা লাগে। আর পুরসভার এটিএম থেকে এই এক লিটার কিনতে লাগছে মাত্র ১ টাকা। এইজন্য মহারাষ্ট্র সরকার কর্পোরেট ও অন্য নানা সংস্থার থেকে টাকা পয়সার সাহায্য নিয়েছে। এইসব জলের এটিএম এর বেশিরভাগটাই শহরের পর্যটন-স্থানগুলিতে বসানো হয়েছে।

আগে নদী

২০/১৬৩

চিন ওখানে অনেকগুলো ছোট ছোট কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছে। এর ভেতর রং করার কারখানা, কীটনাশক বানানোর কারখানা, তেল ও শোধনাগার ইত্যাদি আছে। সব মিলিয়ে এই সংখ্যা প্রায় এক ডজন । এই কারখানাগুলো থেকে জল এসে নদীর জলকে দূষিত করছে। তাই এইগুলো বন্ধ করা হল। চিনে ২০২০ সালের ভেতর নদীর জল দূষণমুক্ত করবার একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। যাতে বড় বড় নদীর অববাহিকার সত্তর শতাংশ জল পরিস্রুত করা যায়। ওখানে এবার কয়েকশো বড় শহরে খাওয়ার জল দেওয়া হবে। চিনের পরিবেশ-মন্ত্রক বলছে যে ওদেশে গড় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে এই উদ্যোগ থেকে আসবে ৫.৭ ট্রিলিয়ন।

হিমবাহ নেই

২০/১৬৪

এই শতাব্দীটা শেষ হতে হতেই কানাডার ৭০ শতাংশ হিমবাহ গলে যাবে। উষ্ণায়নের জন্য এইসব হবে। এই কথাটা বলেছেন অধ্যাপক গ্যারি ক্লার্ক নেচার জিওসায়েন্স পত্রে। লেখাটার নাম প্রজেক্টেড ডেলিগেশন অব ওয়েস্টার্ন কানাডা ইন দ্য টোয়েন্টি- ফার্স্ট সেঞ্চুরি।

খালি রবার!

২০/১৬৫

রবারের রমরমে বাজার তৈরি হওয়ায় বড়সড় জঙ্গল কেটে সাফ করে রবার চাষ হবে। এইজন্য দক্ষিণ চিন আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার

বড়সড় জঙ্গল কেটে ফেলা হবে। এই কাজটা সেরে ফেলা হবে আগামী দশ বছরে। এই জঙ্গলটার পরিমাণ ৮.৫ মিলিয়ন হেক্টর। যা আয়তনে আয়ারল্যান্ডের সমান। এর আগে পাম তেলের ভালো বাজার থাকায়, এখানে জঙ্গল কেটে পাম তেলের গাছ লাগানো হত। এখন সেই জায়গাটা বরার নিল।

তুলোয় জৈব কীটনাশক

২০/১৬৬

তুলোর পোকা মারার জন্য একটা জৈব কীটনাশক বানিয়েছে দিল্লির টেরি বলে একটা সংস্থা। টেরি মানে দি এনার্জি অ্যান্ড রিসোর্সেস ইনস্টিটিউট। এই কীটনাশকটা তুলোর পোকা মারার পাশাপাশি ছোলা, অড়হর, ভুট্টা, টমেটো, বেগুন, ঢ্যাঁড়শ ও লংকাতেও কাজ করবে। এই কীটনাশকটা ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ ও দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফসলের মাঠে বারংবার পরখ করা হয়েছে। এই কীটনাশকটা বানানো হয়েছে ইউক্যালিপটাস পাতা থেকে। খোঁজখবর করার জন্য ৯১ (১১) ২৪৬৮ ২১০০ বা ২৪৬৮ ২১১১ নম্বরে ফোন করে নিতে পারেন।

মৌমাছি নেই ?

২০/১৬৭

মৌমাছি কমে যাচ্ছে বলে ফসলের পরাগ মিলন ভালো করে হচ্ছে না। এই কথাটা বহু দিন আগেই বোঝা গিয়েছিল। এইবার এই কথাটা প্রমাণ করলেন এক মার্কিন বিজ্ঞানী। এই মার্কিন বিজ্ঞানীর নাম আলেক্সান্দ্রা মারিয়া ক্লিন। ক্লিন বাদাম গাছের ওপর এই পরীক্ষাটা করেছেন। পরীক্ষাটা বেরিয়েছে ওখানকার প্ল্যান্ট বায়োলজি ও প্লাস ওয়ান পত্রিকায়। পরীক্ষাটা থেকে দেখা গেছে ভালো ফসলের জন্য সার-সেচের চেয়েও বেশি দরকারি পরাগ মিলন। আর এই পরাগ মিলনই মৌমাছি কমে যাওয়ার ফলে সবচেয়ে বেশি সংকটের মুখে।

ভরসা ?

২০/১৬৮

ভিয়েতনামে চোরাশিকারীদের থেকে উদ্ধার করে আনা ৪২টা প্যাঙ্গোলিন ওখানকার একটা বনের তদারকি পরিষদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বন দফতর হাতে পেয়ে প্যাঙ্গোলিনগুলো বিক্রি করে দিয়েছে। দফতর ওইগুলো বিক্রি করেছে স্থানীয় রেস্তোরাঁগুলোয়। বিক্রি করেছে ১১,৩০০ ডলারে। এই বন তদারকি পরিষদটা বাক নিন বনের। এখন এই পরিষদের কর্মীরা বলছে যে ওই প্যাঙ্গোলিনগুলো বিক্রি না করে উপায় ছিল না, কারণ ওগুলো খুব দূর্বল ছিল। তারা সঙ্গে সঙ্গে আগের একটা আইনও দেখাচ্ছে প্যাঙ্গোলিন বিক্রি করাকে ন্যায্য করতে গিয়ে। কিন্তু সরকার এই কথাগুলো মানছে না, সরকার এই বিক্রি থেকে পাওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় খরা

২০/১৬৯

ক্যালিফোর্নিয়ায় বেশ কয়েক বছর ধরে ভয়ঙ্কর খরা হচ্ছে। গত তিন বছরে ওইখানে যেরকম গরম পড়েছে এমন গরম গত ১১৯ বছরে পড়েনি। গত ১২০০ বছরে এইরকম খরার নজির নেই। এইখানকার ৪৬ বিলিয়নের কৃষি-শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত, ধান চাষ কমে গেছে, জোয়ার-বাজরার চাষ হচ্ছে জল কম লাগে বলে। ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষজনকে সরকার জল ব্যবহার কম করতে বলেছে। এই অবস্থা থেকে কীভাবে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এই নিয়ে সরকার ব্যতিব্যস্ত।

শনের জামা...

২০/১৭০

শন থেকে অনেক কিছু তৈরি করে বাজারে আনার আবার একটা ঝোঁক আসছে। এই ঝোঁকটা আনছে মুম্বই হেম্প কোম্পানি। যার নাম বহেকো। বহেকো শন থেকে তেল বানিয়েছে, প্রসাধনী বানিয়েছে, শন দিয়ে জামায় ফ্যাব্রিক করেছে। এবার তারা শন দিয়ে ইট বানানোর কথা ভাবছে।

বোহেকো এই কাজটা করতে গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে কাজ করছে। কৃষকরা শন চাষ করে লাভ পাচ্ছে। আগামী দিনে বহেকো এইভাবে ৪৫০ জন কৃষকের সঙ্গে কাজ করবে বলে ঠিক করেছে।

মাছের কী বিপদ !

২০/১৭১

তাপমাত্রা বাড়ার ফলে নর্থ সি-র মাছের ক্ষতি হচ্ছে। নর্থ সি-তে আছে হ্যাডক, প্লেইস আর লেমন সোল মাছ। এই মাছগুলো ঠান্ডা

পুর্নমুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

জলের। একদল ইংরেজ বিজ্ঞানীর মনে হয়েছে, গত চল্লিশ বছরে এই তাপমাত্রা বাড়ার পরিমাণ পৃথিবীর গড় উষ্ণতার চারগুণ। আগামী শতাব্দীতে তা আরো বাড়তে পারে।

কিন্তু ওই মাছ ওই নদীতে এই গরম থেকে বাঁচতে যেদিকে যাবে বলে ঠিক করেছে সেইদিকের নদী অতটা গভীর না। নর্থ সি-তে মাছ কমে গেলে দক্ষিণ ইউরোপ থেকে গরম জলের মাছ এখানে এসে পড়বে।

নষ্টনদী

২০/১৭২

সারা পৃথিবীর নদীতে কীটনাশকের দূষণ বেশ বেড়েছে। সব নদীতে না হলেও অনেক নদীতে কীটনাশক পরিমাণের মাত্রা ছাড়িয়েছে। এইরকম ২৫০০ জায়গা নিয়ে একটা সমীক্ষা হয়েছিল। এর ভেতর ৫২.৪ শতাংশ জায়গাতেই এই দূষণ। এর ফলে বিপুল ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে জলজ জীববৈচিত্রের।

অ্যান্টাসিড খাবেন না

২০/১৭৩

অ্যান্টাসিড খাওয়া থেকে শরীরের হাড় নরম হচ্ছে। পাকস্থলীর অ্যাসিড দেহের সমস্ত হাড়ে ক্যালসিয়াম ঢোকাতে অন্ত্রকে সাহায্য করে, কিন্তু অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট এই কাজটা করতে বাধা দেয়, আবার কখনো কখনো করতেই দেয় না। এর ফলে দূর্বল হয়ে বারবার হাড় ভাঙার সম্ভাবনা তৈরি হয়। অ্যান্টাসিড অনেক পুষ্টি উপাদান শরীরকে নিতে বাধা দেয়। এইসব বেরিয়েছে হালের এক গবেষণায়।

গাম টি বাঁচবে ?

২০/১৭৪

তাসমানিয়ার সুইফট প্যারট পাখিটা কমে যাচ্ছে। আগামী ১৬০ বছরের ভেতর নাকি একেবারে শেষ হয়ে যাবে। এই পাখিটা ওখানকার নীল ও কালো গাম ট্রি-র পরাগ মিলনে ভূমিকা নেয়। ফলে এই পাখিটা কমে যাওয়ার ফলে ক্ষতি হচ্ছে অরণ্য-বাণিজ্যের। অথচ এদের বাসস্থান নষ্ট করেছে অরণ্য-বাণিজ্যই। এই ব্যাপারটা নিয়ে পাঁচ বছর ধরে একটা গবেষণা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে হিসেব মতো পাখিটা প্রতিবছর অর্ধেক কমবে আর পাখিটা লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা ৯৪.৭ শতাংশ।

দক্ষিণ মেরুতে বিপদ

২০/১৭৫

দক্ষিণ মেরুতে ভেসে থাকা বরফের চাদর কোনো কোনো জায়গায় একেবারে পাতলা ফিনফিনে হয়ে যাচ্ছে। এইরকমটা হয়েছে গত দুই দশকে। এই বরফ ক্ষয়ে যাওয়ার হার শতকরা হিসেবে ১৮। এই পাতলা হয়ে যাওয়ার কাজটা খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে দক্ষিণ মেরুর পশ্চিমদিকের বরফ চাদর আগামী ২০০ বছরের ভেতর অর্ধেক হয়ে পড়বে। ১৯৯৪ থেকে ২০১২-র পর্যবেক্ষণ থেকে এইসব তথ্য এল।

সাগর ভরা প্লাস্টিক

২০/১৭৬

সমুদ্রের জলে প্লাস্টিক মেশার বিপদ ভীষণ বেড়ে গিয়েছে। একটা সমীক্ষা করে এইসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে। দেখা গিয়েছে, এই মেশার পরিমাণ সর্বমোট ৮ মিলিয়ন টন। আগামী এক দশকের ভেতর যা দ্বিগুণ হয়ে যেতে পারে। এই সমীক্ষা থেকে আরো বোঝা গেছে যে, যেই দেশগুলো থেকে বেশি প্লাস্টিক সমুদ্রে মিশছে তার কারণ ওই দেশগুলোয় প্লাস্টিকের উৎপাদন খুব বেশি হচ্ছে এইরকম নয়। ওই দেশগুলোয় বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার গলদও এই জন্য দায়ী। সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক মিশছে কুড়িটি দেশ থেকে। এই কুড়িটা দেশ যদি পঞ্চাশ শতাংশ বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার কাজও করে তাহলেই ২০১৫-র ভেতর প্লাস্টিক কমবে ৪১ শতাংশ।

বনে বাঘ নেই ... !

২০/১৭৭

বক্সা বাঘ রক্ষা করার বনে একটাও বাঘ পাওয়া যাচ্ছে না। বক্সার বনটা পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায়। এই কথাটা পাওয়া গেছে নিখিল ভারত বাঘ-শুমারি থেকে। এই শুমারিটা এর ভেতর হয়েছে। এইদিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন দফতর তথ্য দিয়েছিল যে বক্সায় একেবারে বাঘ নেই এরকম নয়, দুটো বাঘ আছে। কিন্তু এই সমীক্ষা থেকে একটাও বাঘের দেখা পাওয়া যায় নি। এই শুমারির প্রতিবেদনটা কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রকে জমা দেওয়া হয়ে গেছে। শুমারির কেন্দ্রীয় সমীক্ষার দল, বক্সায় একটাও বাঘ না থাকা আর রাজ্য সরকারের দুটো বাঘ থাকার তথ্য দুটোতেই অবাক হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণের সময় অনুগ্রহ করে 'পরিষেবা' কথাটি উল্লেখ করবেন। মুদ্রিত লেখাটি সার্ভিস সেন্টারের ঠিকানায় পাঠান

আসামে চা হবে না

২০/১৭৮

জলবায়ু বদল আর বৃষ্টি ঠিকমতো না হওয়ার ফলে আসামের চা বাগানের খুব ক্ষতি হচ্ছে। এর ফলে খালি ফলনটাই কম হচ্ছে না, চা চাষ করার খরচও বেড়ে যাচ্ছে। জলবায়ুর অনিয়মের ফলে চা-এর বাগানে নানারকম রোগপোকা ঢুকছে। আর সেই রোগ পোকা তাড়াতে অনেক বেশি কীটনাশক কিনে ছড়াতে হচ্ছে। ফলে খরচ একেবারে দ্বিগুণ হয়ে যাচ্ছে। ওইদিকে চা শ্রমিকরা রোজ বাড়াতে বলছে। একটা দিন নাকি আসবে যেদিন আসামে আর চা-ই হবে না। এইরকম কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন।

কীসব বলছে ?

২০/১৭৯

জলবায়ু বদলের ফলে এইভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড বের হতে থাকলে এই শতাব্দীর ভেতর পৃথিবীর গড়ে ছয় প্রজাতির একটা করে মারা যাবে। সব মিলে মারা যাবে ১৬ শতাংশ প্রজাতি। এই কথাটা বলেছেন মার্ক আরবান। আরবান বিবর্তনবাদী পরিবেশবিদ্যার বিজ্ঞানী। আরবান ১৩০টা সমীক্ষা থেকে এই কথাটা বলেছেন। আরবান বলছেন, এই প্রজাতি মারা যাওয়ার ঘটনাটা প্রতি ১° সেলসিয়াস করে তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমান তাল ঘটবে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলো।

ন তু ন | ব ই

■■

পাঁচ সবজি বীজের কুলুজি। পাঁচে পঞ্চবাণ। পাতা থেকে পাতায়, পাঁচ সবজির ২৭ জাত। ৪ শাক, ৫ লংকা, ৫ কুমড়ো, ৬ শিম ও ৭ বেগুন। এক-একটা পাতা ধরে এক-একটা সবজি, ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষায়। সবজি ধরে ধরে বোনার সময়-পদ্ধতি, বীজ ও উৎপাদনের হার, সহ্যক্ষমতা ও ফসল তোলার সময় একেবারে বিস্তারিত। শেষ পাতায় আবার এইসব বীজ পাওয়ার হালহদিস।

দেশজ বীজ পুস্তকমালার ধারাবাহিক প্রকাশনায় এটি প্রথম বই।

■■

৭/৪.২ সাইজ ।। সিনরমাস আর্ট পেপার।। ২৮ পাতা ।। ৪০ টাকা

২৪৪২ ৭৩১১ ।। ২৪৪১ ১৬৪৬ ।। ২৪৭৩ ৪৩৬৪

সংবাদ সংগ্রহ ও প্রচারে সার্ভিস সেন্টার,৫৮এ, ধর্মতলা রোড, বোসপুকুর, কসবা, কলকাতা-৭০০ ০৪২। দূরভাষ ২৪৪২ ৭৩১১,২৪৪১ ১৬৪৬, গ্রাহক চাঁদা বার্ষিক ৫০ টাকা (সডাক)
সহযোগী সম্পাদনা ও হরফ বিন্যাস : শিপ্রা দাস, রূপায়ণ : অভিজিত দাস
সম্পাদক : সুব্রত কুন্ডু